সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
NATIONAL INTEGRITY STRATEGY OF BANGLADESH

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কার্তিক ১৪১৯/ অক্টোবর ২০১২

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল

- শুদ্ধাচারের পরিসীমা নির্ধারণ, অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নের কর্মপন্থা নির্ধারণ ;
- চারটি অধ্যায়;
- মোট সুপারিশ ১০৩টি;
- কর্মপরিকল্পনা ১১৩টি;
  - ▶ স্বল্প মেয়াদে -৩৬টি, ▶ মধ্য মেয়াদে- ৩৫টি,
  - ▶ দীর্ঘ মেয়াদে -১৩টি এবং ▶ চলমান ও অব্যাহতভাবে- ২৭টি;
  - ▶ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-সকল মেয়াদে- ০২টি;

2

১	পটভূমি
১.১	ভূমিকা
১.২	শুদ্ধাচারের ধারনা
১.৩	শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ
১.৪	জাতীয় শুদ্ধাচারের কৌশলের যৌক্তিক ভিত্তি
১.৫	জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা
১.৬	রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য

২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
২.১	নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২.২	জাতীয় সংসদ
২.৩	বিচার বিভাগ
২.৪	নির্বাচন কমিশন
২.৫	আটর্নি জেনারেল
২.৬	সরকারি কর্মকমিশন
২.৭	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
২.৮	ন্যায়পাল
২.৯	দুর্নীতি দমন কমিশন
২.১০	স্থানীয় সরকার

৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল- অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
৩.১	রাজনৈতিক দল
৩.২	বেসরকারি খাতের শিল্প ও বানিজ্যক প্রতিষ্ঠান
৩.৩	এনজিও ও শুশীল সমাজ
৩.৪	পরিবার
৩.৫	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩.৬	গণ মাধ্যম
৪	বাস্তবায়ন ও উপসংহার
৪.১	বাস্তবায়ন ব্যবস্থা
৪.২	পরিবীক্ষণ ও পর্যলোচনা
৪.৩	উপসংহার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
পটভূমি

- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে "জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণের" প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে;
- জনগণের সার্বিক কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার নিবেদিত;
- 'রূপকল্প ২০২১'-এ আগামী এক দশকে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা দুর্নীতি দমন, শুদ্ধাচার ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

6 6

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
ধারণা- শুদ্ধাচার

এ নীতি দলিলে শুদ্ধাচার হচ্ছেঃ

- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ ;

-কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য;

- ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা;
- ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি; প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ;
- সমন্বিত আকারে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি;

7

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
ধারণা- দুর্নীতি

এ নীতি দলিলে দুর্নীতি হচ্ছেঃ

- সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ;

-সরকারি কর্মচারীদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য বকশিশ গ্রহণ ;

- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ;

-কোনও মানুষের ক্ষতি সাধনার্থে সরকারী কর্মচারিদের আইন অমান্যকরণ;

-সরকারি কর্মচারীর বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা;

-কাউকে সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ;

- ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্তুতকরণ; হিসাব বিকৃতকরণ;

-অসাধু উপায়ে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ; প্রতারণা, জালিয়াতি

-সরকারি নথিপত্র ও রেজিস্ট্রার, জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ।

8

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
প্রয়োজনীয়তা

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রণীত আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্নমুখী উদ্যোগের কার্যকর সমন্বয়;
- জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) অনুসারে দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি সমন্বিত কৌশলপত্র প্রণয়ন।

9

আমাদের সংবিধান ও শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে

০১.মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ)
০২.মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ)
০৩.মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যেও প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ)
০৪.সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)
০৫.নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)
০৬.জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)
০৭.প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)
০৮.কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ

- সংবিধানের চেতনায় ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ প্রতিষ্ঠা;
- দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান সুদূর অতীত থেকে বিদ্যমান, বর্তমানেও অব্যাহত। যথাঃ

১৮৬০- Penal Code
১৯৪৭- দুর্নীতি দমন আইন
২০০৪- পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন
২০০৬- পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট এ্যক্ট
২০০৯- তথ্য অধিকার আইন
২০১১- জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন
২০১২- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন

11 11

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- রূপকল্প (vision):

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা

- অভিলক্ষ্য (mission):

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

12

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

গৃহীত কার্যক্রম

- ❑ ১০ টি রাষ্ট্রীয় ও ৬ টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ❑ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ;
- ❑ শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য নির্ধারণ;
- ❑ লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ সন্নিবেশ;
- ❑ সুপারিশ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

13

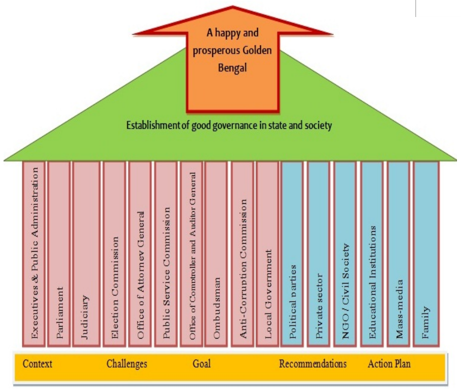

14

(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২. জাতীয় সংসদ
৩. বিচার বিভাগ
৪. নির্বাচন কমিশন
৫. অ্যাটর্নি জেনারেল
৬. সরকারি কর্মকমিশন
৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৮. ন্যায়পাল
৯. দুর্নীতি দমন কমিশন
১০. স্থানীয় সরকার

(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. রাজনৈতিক দল
২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
৩. এনজিও ও সুশীলসমাজ
৪. পরিবার
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৬. গণমাধ্যম

রুপকল্পঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা
অভিলক্ষ্যঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ

- সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন
- উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্ম সম্পাদনে পাবলিক সার্ভিসের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
- প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনয়ন
- নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি,বদলি ও প্রনোদনামূলক পারিতোষিকের সঙ্গে সম্পাদিত কর্ম- মূল্যায়নের সংযোগ সাধন;
- অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতালূলক বেতন ও সুবিধা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা;

নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন

- বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সুযোগের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করে পাবলিক সার্ভিসের সামগ্রিক সংস্কার সাধন;
- সুস্পষ্টবাবে বিধৃত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি (যেমন আইন প্রয়োগ ও তদন্ত) নিশ্চিত করে অধিকতর নাগরিকবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা;
- জনপ্রশাসনে (বিশেষত পদোন্নতি, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ইত্যাদিতে) দৃষ্টিগ্রাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে অধিকতর মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্য ; জনগণের চাহিদা ও দাবির প্রতি দ্রুত সাড়া দানে সক্ষম, এবং জনগণ ও সংসদেও নিকট দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১.প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা;
২.বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন;
৩.পাবলিক সার্ভিসে grivience redress system এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন;
৪.একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন;
৫.প্রতি বছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১.পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
২.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ দায়বদ্ধ,যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান-সক্ষম নির্বাহীি বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
৩.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠাননমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
৪.জ্যৈষ্ঠতা, কৃতি,জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন;
৫.সরকারি সেবায় কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার;
৬.সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামহঞ্জস্য বিধান করে এগুলির সমন্বয় সাধন।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১	সিভিল সার্ভিস আইন প্রনয়ন	সিভিল সার্ভিস আইন প্রনীত	মধ্যমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
২	কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রলীত ও অনুসৃত,পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক নীতিমালা অনুসৃত	মধ্যমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩	অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন	নতুনভাবে গ্রহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত	স্বল্পমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়
৪	বিধানানুসারে আয় ও সম্পদের বিবরণ নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদান	জমাকৃত বিবরণী প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

৫	সরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারীদে ও জন্য উন্নততর বেতন,ও সুবিধাদি প্রদান	স্থায়ী বেতন ও সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	অর্থ বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬	ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা	ক) সকল মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলন এবং ব্যবহার; (খ) ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে লব্ধ সরকারি সেবার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি	স্বল্পমেয়াদে	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন	সরকারি দপ্তরসমূহে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারিত এবং জনসাধারণ সে সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সকল মন্ত্রণালয়

৮	মন্ত্রণালয় সমূহের গুচ্ছ cluster গঠন	গুচ্ছ গঠিত ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	দীর্ঘমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়
৯	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন	গেজেটে আইন প্রকাশিত	বাস্তবায়িত	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০	মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা	গেজেটে আইন প্রকাশিত	স্বল্পমেয়াদে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ

৮	মন্ত্রণালয় সমূহের গুচ্ছ cluster গঠন	গুচ্ছ গঠিত ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	দীর্ঘমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়
৯	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন	গেজেটে আইন প্রকাশিত	বাস্তবায়িত	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০	মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা	গেজেটে আইন প্রকাশিত	স্বল্পমেয়াদে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ

১১	ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ভূমি ব্যবস্থার ডিজিটালাইজড পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	ভূমি মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২	কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যেও ভেজাল প্রতিরোধ	ভেজাল প্রতিরোধ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	বিএসটিআই	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৩.১ রাজনৈতিক দল

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

*রাজনৈতিক দলসমূহে অধিকতর গণতন্ত্র-চর্চা;
*দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আয়ন;
*নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা প্রদর্শন;
*সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিহার।

লক্ষ্য: নির্বাচকমন্ডলীর স্বার্থের প্রতিভূ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১.গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তন;

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১.সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পা তার যথাযথ বাস্তবায়ন;
২.রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা;
৩.রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১	গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসরণে দলসমূহের গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন	সকল দলের কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে)কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
২	রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ	একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

৩	প্রার্থী মনোনয়ন ও দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আণয়ন	প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠান,তলীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অনুষ্ঠান,দলীয় তহবিলের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব লভ্য	চলমান	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৪	ট্রেড ইউনিয়ন,সুশীল সমাজ ও পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পরামর্শ উৎসাহিতকরণ	বৈঠক অনুষ্ঠিত ও যৌথ কার্যক্রম গৃহীত	চলমান	রাজনৈতিক দলসমূহ	ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ,সুশীলসমাজ

৩.৪ পরিবার

চ্যালেঞ্জঃ এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

*পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ;

*পরিবাবে নৈতিক শিক্ষাদানকে প্রসারিত ও জোরদারকরণ;

*রোল মডেলদেও কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ।

লক্ষ্যঃ পরিবারকে নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হিসাবে পূন:প্রতিষ্ঠা করা।

দীঘ মেয়াদি সুপারিশ:

১.শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের উৎসাহ যোগানো

২.নাগরিকদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান;

৩.রোল মডেলদের কর্ম ও কীর্তি প্রচার ও প্রসার ঘটানো;

৪.শিশুকিশোর, পিতামাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়,ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতাপিতাদের মত বিনিময়ের আয়োজন করা	সভা অনুষ্ঠিত ও কার্যক্রম পরিচালিত	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	পিতামাতা,বিদ্যালয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিস্থানসমূহ
২	শিশু -কিশোর ও তরুণ তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা ,দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান	কর্মকান্ডে শিশু-কিশোর,তরুণ-তরুণীদেও অধিক হারে অংশগ্রহণ	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যালয় সমূহ	পিতামাতা,বিদ্যালয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিস্থানসমূহ

৩	রোল মডেলদের কর্ম ও কীর্তিও প্রচার প্রসার ঘটানো	কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত প্রতিবেদন	দীর্ঘমেয়াদে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মিডিয়া ও শুশীল সমাজ
৪	শিক্ষাগত ও পেশাগত কউন্নয়ন বিষয়ে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু ও যুব কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে সহায়তা দান	কার্যক্রমে পিতামাতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিস্থানসমূহ

৩.৫ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

চ্যালেঞ্জঃ এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:
*শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সামাজিক বত্ত্বাবধান;
*নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতঃতৎপর ভূমিকা পালন;
*সহায়ক শিক্ষণ পদ্ধতিসহ পর্যাপ্ত সামগ্রী ও সম্পদ প্রদান।
লক্ষ্য: নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠালাভ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১.নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা-প্রষ্ঠিানকে অধিকতর সক্ষম কওে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা দান;
২.সাধারণ শিক্সার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো;
৩.উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন;
৪.মেয়েদেও উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ	জাতীয় সঙ্গীতের পর নৈতিকতা শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা; সকল বিদ্যালয়ে বয়স্কউট ও গার্লসগাইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	শিক্ষার নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসূচিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণ	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩।	বিদ্যালয় ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ	স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ তদারকি কার্যে অন্তর্ভূক্ত; নিরপেক্ষ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪	মেয়ে-শিশুদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি	অধিকসংখ্যক মেয়েশিশুর উপবৃত্তি লাভ	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

অন্যান্য রাষ্ট্রীয়/অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

ক্রমিক	বিষয়
১	সংসদ সদস্যগণের সম্পদের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তন
২	সংসদ সদস্যগণের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন
৩	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের বিষয়ে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন
৪	নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ ও সুবিধাদি সম্পর্কে আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন
৫	অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ; অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণয়ন
৬	সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের মনোনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন

36

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

অন্যান্য রাষ্ট্রীয়/অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

ক্রমিক	বিষয়
৭	কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণ ও মেধা কোটা বৃদ্ধি
৮	নিরীক্ষা আইন পাশ করা; নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পৃথকীকরণ
৯	কার্যকর ন্যায়পাল দপ্তর প্রতিষ্ঠা
১০	দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং তদন্ত পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান
১১	রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়ন ও দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন
১২	ভোক্তা অধিকার আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন
১৩	এনজিওদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন

37

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

অন্যান্য রাষ্ট্রীয়/অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

ক্রমিক	বিষয়
১৪	এনজিও ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার
১৫	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতাপিতাদের মত বিনিময়
১৬	শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান
১৭	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ
১৮	প্রেস কাউন্সিল শক্তিশালীকরণ ও গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ
১৯	তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন -নীতি নির্ধারণ ও সার্বিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট সৃষ্টি;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন;
- শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ;
- শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সভা আয়োজন;

39 39

৪.৩ উপসংহার

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিও প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার সাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন কওে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা,২০২১ -এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় যে, সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে।